প্রথম আলো

0 8 DEC 2006
তারিখ 0 8 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

পাষণ্ড শিক্ষক

এদের শাস্তি হওয়া উচিত

একটা সমস্যা দেওয়া যাক। সমাধানের দায়িত্ব আপনার। ধরুন, সুমন মিয়া নামে একটি শিশু আছে। ওর বয়স আট। মাদ্রাসায় পড়ে। পাঁচ-ছয় দিন মাদ্রাসায় অনুপস্থিত ছিল। মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকার কারণে ওকে শাস্তি দেওয়া হবে। কী শাস্তি দেবেন আপনি?

মানবিক হলে আপনি তার কাছে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইতে পারেন। আর অমানবিক হলে? আসুন, আপনাকে একটু সাহায্য করি। গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামের দারুল এহসান আল ইসলামী ক্যাডেট মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক শাস্তির ধরনটি সম্পর্কে কোনো পথ দেখাতে পারেন হয়তো বা। আট বছরের শিশুটিকে হাত-পা বেঁধে তার বুকের ওপর ৩০ কেজি ওজনের পাথর রাখা যায়। তিন-চারজন শিক্ষক মিলে চলতে পারে বেধড়ক লাঠিপেটা। এরপর শিক্ষকেরা মিলে শিশুটির চুল কেটে দিতে পারে। মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকার শাস্তি এটি! এটি কোনো কল্পিত বয়ান নয়, এ ঘটনারই বিবরণ বেরিয়েছে *প্রথম আলোর* বিশাল বাংলা পাতায়।

কোনো সন্দেহ নেই, এই শিক্ষকেরা শিক্ষক নামের কলঙ্ক। শিক্ষা শব্দের মধ্যে যে আলোর দ্যুতি আছে, তা এদের মনের কলুষ দূর করতে পারেনি। গ্রামবাসী সুমন মিয়াকে উদ্ধার না করলে শিশুটির ভাগ্যে কী ঘটত, তা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়।

সুমনের বাবা থানায় অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন। বাদ সেধেছেন মাতবরেরা। তাঁরা বোধ হয় শিক্ষকদের 'উন্নত শির' নত করার পক্ষপাতী নন। কিন্তু যে শিক্ষকেরা একটি নাবালক শিশুকে মাটিতে ফেলে হাত-পা বেঁধে তার বুকের ওপর ৩০ কেজি ওজনের পাথর তুলে দিতে পারে, তাদের শির এমনিতেই নত হয়ে গেছে। এ ধরনের পাষণ্ড শিক্ষকের হাতে শিশুরা নিরাপদ নয়, সমাজও নিরাপদ কি না সে প্রশ্নও জোরালোভাবে উঠতে পারে।

মাদ্রাসার পরিচালক ঘটনা স্বীকার করে বলেছেন, দোষী শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা দেখতে চাই, কত দ্রুত এই অন্যায়ের প্রতিকার হয়।